দুর্নীতি রোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা কি হবে এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমবারের মতো আলোচনা হয় 'দক্ষিণ এশিয়ায় সংসদ, সুশাসন ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং পার্লামেন্টারি সেন্টার কানাডা-এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের মার্চে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আর্থিক সহায়তা করে নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সার্বিক সহায়তা প্রদান করে বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউট।

সংসদ এবং সংসদীয় আচরণ বাংলাদেশে একেবারেই ভ্রূণ পর্যায়ের। বাংলাদেশে সংসদীয় রীতিনীতির যে ধরন তা অনেকটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে। এটা হচ্ছে কাগজে কলমের কথা। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের সংসদ চলে তার নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী। অন্যান্য দেশের সংসদে যে রীতিনীতি রয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলোকে গ্রহণ করা উচিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ মনে করে, বাংলাদেশ সংবিধান এবং সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে যেরূপ উল্লেখ আছে সংসদ যাতে সেরকমই ভূমিকা পালন করতে পারে– জাতীয় সংসদকে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়।

যারা সংসদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সেই সব সংসদ সদস্য, সাংবাদিক, ছাত্র এবং অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের কথা ভেবেই এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হলো। পুস্তিকাটি খুব সহজ ভাষায় লেখা। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পুস্তিকা প্রকাশনায় যারা নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রম দিয়েছেন টিআইবি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা হলেন, ড. সুমাইয়া খায়ের, ড. বোরহান উদ্দিন খান, ড. আসিফ নজরুল এবং একরাম কবির। সেই সঙ্গে পাঠকদের কাছে একটা ছোট অনুরোধ, এই পুস্তিকার ব্যাপারে যে কোনো মন্তব্য এবং সুপারিশ সাদরে গ্রহণ করা হবে। পুস্তিকা পুনঃমুদ্রণের সময় সেসব মন্তব্য এবং সুপারিশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে টিআইবি'র বিশ্বাস। এই পুস্তিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুর জন্য সকল দায়-দায়িত্ব টিআইবি'র। সব শেষে টিআইবি'র কৃতজ্ঞতা কানাডার পার্লামেন্টারি সেন্টারের কাছে তাদের সহায়তার জন্য।

মনজুর হাসান
নির্বাহী পরিচালক
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

সূচিপত্র

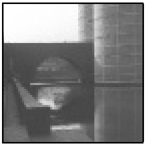

অধ্যায় ০১
সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা
পাতা ০৪

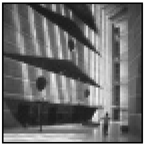

অধ্যায় ০২
আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং সাংসদের ভূমিকা
পাতা ১৫

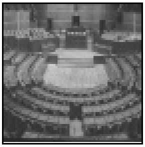

অধ্যায় ০৩
সংসদ এবং স্পিকারের ভূমিকা
পাতা ২৩

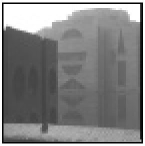

অধ্যায় ০৪
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং জনগণের ভূমিকা
পাতা ৩২

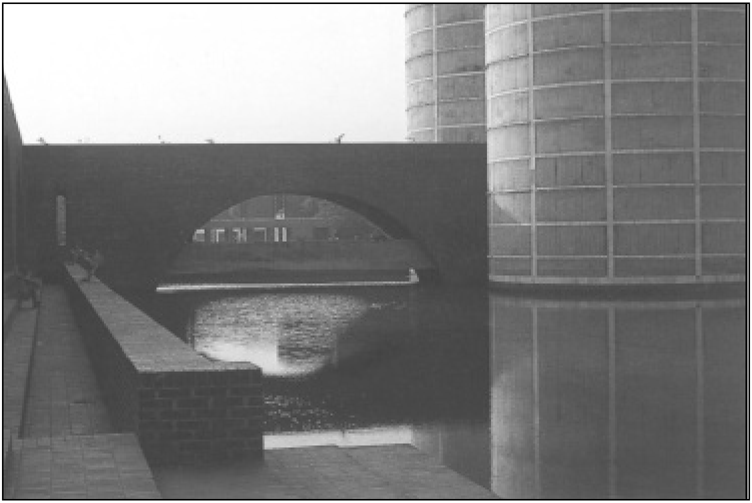

অধ্যায় ০১

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

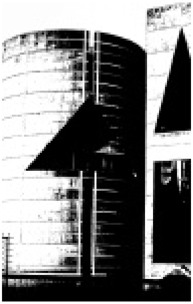

সংসদীয় কমিটি: সংসদীয় কমিটি বলতে এমন কোন কমিটিকে বোঝায় যা সংসদ দ্বারা নিযুক্ত বা স্পিকার দ্বারা মনোনীত। প্রতিটি সংসদীয় কমিটির একাধিক সাব-কমিটি থাকতে পারে। সংসদীয় কমিটিগুলোর গঠনের কথা বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে। তাই এই কমিটিগুলোকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

কমিটিগুলোর গঠন: সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে কমিটিগুলোর গঠন ও কার্যক্রম সংক্রান্ত মৌলিক বিধানগুলো রয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিধানগুলো সংসদ কার্যপ্রণালী-বিধি এর ১৮৭-২৬৬ বিধিগুলোতে রয়েছে।

কমিটিগুলোর গঠন সংক্রান্ত সাংবিধানিক অনুচ্ছেদটিকে অনন্য বলা যেতে পারে। অন্য কোনো দেশের সংবিধানে এ ধরনের বিধান নেই বললেই চলে।

কমিটিগুলোর প্রয়োজনীয়তা: কমিটিগুলো সংসদকে দক্ষতার সঙ্গে কাজ সম্পাদন করতে এবং সুষ্ঠুভাবে তার দায়িত্বগুলো পালন করতে সক্ষম করে। কমিটিগুলোতে যে অনানুষ্ঠানিক অথচ দায়িত্বশীল পরিবেশ বিরাজ করে তাতে দলভিত্তিক রাজনীতি থেকে মুক্ত থেকে কাজ করা সম্ভব হয়।

কমিটিগুলোর প্রকারভেদ: সংবিধান এবং কার্যপ্রণালী-বিধিতে বিভিন্ন ধরনের কমিটির কথা বলা আছে। সে অনুযায়ী কমিটিগুলোকে

সংসদীয় কমিটিগুলো সংসদ দ্বারা নিযুক্ত হয়। কিছু কমিটিকে স্পিকার মনোনীত করেন। প্রতিটি সংসদীয় কমিটি কোন বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিযুক্ত করতে পারে।
সংসদীয় কমিটিগুলো সংসদকে সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তাই কমিটিগুলোর বিরাট ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে।

বিস্তৃতভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :
ক) স্থায়ী (ষ্ট্যান্ডিং) কমিটি
খ) বিল সম্পর্কিত বাছাই (সিলেক্ট) কমিটি
গ) বিশেষ (স্পেশাল) কমিটি

স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিম্নলিখিত কমিটিগুলো:

১। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
২। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
৩। কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
৪। মন্ত্রণালয়সমূহ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো
৫। কার্য উপদেষ্টা কমিটি
৬। পিটিশন কমিটি
৭। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি
৮। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি
৯। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি
১০। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি
১১। সংসদ কমিটি
১২। লাইব্রেরী কমিটি

সংবিধান এবং সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতে বিভিন্ন ধরনের কমিটির কথা বলা আছে। এগুলো হচ্ছে :
ক) স্থায়ী (ষ্ট্যান্ডিং) কমিটি; খ) বিল সম্পর্কিত বাছাই (সিলেক্ট) কমিটি; গ) বিশেষ (স্পেশাল) কমিটি
স্থায়ী কমিটি বহুধরনের হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিগুলোসহ বর্তমানে মোট সংসদীয় কমিটির সংখ্যা ৪৬।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিগুলোসহ বর্তমানে মোট সংসদীয় কমিটির সংখ্যা ৪৬।

কমিটিগুলোর নিয়োগ: সংসদ বাছাই এবং বিশেষ কমিটিগুলোকে নিযুক্ত করে। কার্য উপদেষ্টা কমিটি, পিটিশন কমিটি, সংসদ কমিটি এবং লাইব্রেরী কমিটি বাদে অন্য সব স্থায়ী কমিটিকেও সংসদ নিযুক্ত করে। উল্লেখিত চারটি কমিটি স্পীকার মনোনীত করেন।

কমিটি সদস্যদের নিয়োগ: জাতীয় সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হন। কমিটিতে বিবেচ্য কোন বিষয়ের সঙ্গে কোন সদস্যের ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকলে তিনি কমিটিতে নিযুক্ত হন না। কমিটিতে কোন পদ শূন্য হলে, প্রস্তাবের মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে সংসদ সেই শূন্য পদ পূরণ করে। শূন্যপদে নিযুক্ত কোন সদস্য পূর্বতন সদস্যদের মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন।

কমিটিগুলোর সদস্য সংখ্যা: কার্যপ্রণালী-বিধি অনুসারে কমিটিগুলোর সদস্য সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এটি ৮ থেকে ১৫ পর্যন্ত হতে পারে। কার্যপ্রণালী-বিধি অবশ্য বাছাই বা বিশেষ কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয় না।

সাব-কমিটিগুলোর গঠন: কোনো সংসদীয় কমিটি কোনো বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিযুক্ত করতে পারে। সাব-কমিটির ক্ষমতা নিয়োগকারী কমিটির মতোই হয়। সাব-কমিটির রিপোর্ট নিয়োগকারী কমিটির কোন বৈঠকে অনুমোদিত হলে তা নিয়োগকারী কমিটির রিপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয়।

কমিটিগুলোর মেয়াদ: বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি বা সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কমিটি বাদে অন্য সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যকাল সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। প্রয়োজনবোধে সংসদ এই কমিটিগুলোকে পুনর্গঠিত করতে পারে। বাছাই বা বিশেষ কমিটির কার্যকাল নির্ধারিত হয়

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হন। কোনো কমিটির বৈঠকের জন্য এর মোট সদস্যের অন্তত এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতি আবশ্যক। কমিটিগুলোর বৈঠকে সকল সিদ্ধান্ত নেয়া হয় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে।
কোনো সংসদীয় কমিটি কোনো বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিযুক্ত করতে পারে। সাব-কমিটির ক্ষমতা নিয়োগকারী কমিটির মতো হয়।

সাংবিধানিক বিধান সাপেক্ষে।

স্পিকার কোন কমিটি মনোনীত করলে সেটি (কার্যপ্রণালী-বিধিতে ভিন্নতর কিছু নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে) স্পিকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বা নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে।

কমিটিগুলোর ক্ষমতা: সংসদীয় কমিটিগুলোকে সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট আওতার ভেতরেই কাজ করতে হয়। তবে নিজস্ব কার্যবিধি তৈরী করার ক্ষমতা কমিটিগুলোর রয়েছে।

সংবিধানের ৭৬(২) অনুচ্ছেদ এবং কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোকে খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা দিয়েছে। সে অনুযায়ী, কোনো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সেই মন্ত্রণালয়ের প্রণীত খসড়া বিল বা আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারে। কমিটিগুলো আইন বলবৎকরণ পর্যালোচনা করতে পারে এবং আইন বলবৎ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে।

সংবিধানের ৭৬(২) অনুচ্ছেদ এবং কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোকে খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা দিয়েছে। সে অনুযায়ী, কোনো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সেই মন্ত্রণালয়ের প্রণীত খসড়া বিল বা আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারে।

কমিটিগুলোর কোন শাসন ক্ষমতা নেই। সংবিধান শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভাকে অর্পণ করেছে। অবশ্য শাসন বিভাগের আওতাধীন বিষয়গুলোর ওপর সুপারিশ করার ক্ষমতা কমিটিগুলোর রয়েছে।

সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলোর কার্যাবলী: সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলোর দায়িত্ব এবং কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ক) সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: এই কমিটি সংসদে পেশকৃত বিভিন্ন হিসাব পরীক্ষা করে। যেমন, সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের নির্দিষ্টকরণ হিসাব ও সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব।

সরকারের নির্দিষ্টকরণ হিসাব এবং এ সম্পর্কে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে এসব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া:

- হিসাবে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে, তা আইনানুগভাবে নির্দিষ্ট কাজ এবং উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হয়েছে।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অনুসারে সেই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ ব্যয়ের প্রতিটি পুনর্নির্দিষ্টকরণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে করা হয়েছে।

কোন রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন, বাণিজ্য বা প্রস্তুতকারী স্কীম, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাব সম্বলিত বিবৃতিও কমিটি পরীক্ষা করে।

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে পেশকৃত বিভিন্ন হিসাবের ন্যায্যতা পরীক্ষা করে। যেমন, সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের হিসাব ও সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব।
বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি সংসদ, সাংসদ বা কোনো কমিটির বিশেষ অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারন করে এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত সুপারিশ করে।

খ) **বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি:** কোনো সাংসদের অভিযোগ অনুযায়ী সংসদ, সাংসদ বা কোনো কমিটির বিশেষ অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কি-না তা এই কমিটি নির্ধারণ করে। বিশেষ অধিকার ভঙ্গ হয়ে থাকলে কমিটি তার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত পরীক্ষা করে এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত সুপারিশ করে।

গ) **কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত কমিটি:** এই

কমিটি সংসদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে এবং বিধিগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করে।

ঘ) **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ষ্ট্যান্ডিং কমিটি:** এই কমিটিগুলি বিল এবং সংসদ কর্তৃক প্রেরিত অন্য বিষয়গুলো পরীক্ষা করে, মন্ত্রণালয়গুলোর কাজ পর্যালোচনা করে, এদের ক্ষমতাধীন কার্যাবলী, এ সংক্রান্ত অনিয়ম বা বড় ধরনের অভিযোগ তদন্ত করে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে।

ঙ) **অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি:** এই কমিটি তার কাছে সংসদ কর্তৃক প্রেরিত সব এষ্টিমেট বা অনুমিত হিসাবগুলো পরীক্ষা করে। কোন অনুমিত হিসাব নিহিত নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেমন মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নতি সঙ্গে বিধান, কর্মদক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার করা যায় সে সম্পর্কে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। এই নীতির পরিসীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কি-না কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখে এবং অনুমিত হিসাবটি যে আকারে সংসদে পেশ করতে হবে সে সর্ম্পকে পরামর্শ দেয়।

চ) **সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি :** এই কমিটি কার্যপ্রণালী-বিধি এর চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ ২৫টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করে।

এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোন রিপোর্ট থাকলে পরীক্ষা করে। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ বাণিজ্যিক নীতি ও নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না তাও কমিটি পরীক্ষা

কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত কমিটি এই কমিটি সংসদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে এবং বিধিগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করে।
মন্ত্রণালয়গুলির জন্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো বিল এবং সংসদ কর্তৃক প্রেরিত অন্য বিষয়গুলো পরীক্ষা করে, মন্ত্রণালয়গুলোর কাজ পর্যালোচনা করে, এদের আওতাধীন কার্যাবলী, এসংক্রান্ত অনিয়ম বা বড় ধরনের অভিযোগ তদন্ত করে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে ।

করে। তবে এই কমিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্যিক কার্য থেকে স্বতন্ত্র সরকারী নীতিগুলো, দৈনন্দিন প্রশাসনিক বিষয় এবং বিশেষ আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবেচ্য বিষয়গুলো পরীক্ষা বা তদন্ত করে না।

ছ) **বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি:** সংসদে উপস্থাপিত বেসরকারী সদস্যদের প্রতিটি বিল এই কমিটি পরীক্ষা করে দেখে। কমিটি বিল, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ করা উচিত তা সুপারিশ করে ।

জ) **বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি:** বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিলগুলো বিবেচনা করে এবং এগুলোর ওপর রিপোর্ট তৈরী করে। রিপোর্টে বিধিসম্মতভাবে বিলটি প্রকাশিত হয়েছে কিনা এবং কোন তারিখে প্রকাশিত হয়েছে তা উল্লেখ করে। কোনো বিল পরিবর্তন করা হলে বাছাই কমিটি বিলটি প্রচার করার জন্য এবং যে ক্ষেত্রে তা ইতোমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে পুনরায় প্রচার করার জন্য ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের কাছে সুপারিশ করতে পারে।

ঝ) **বিশেষ কমিটি:** যে প্রস্তাবের মাধ্যমে বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হয় তার মধ্যেই বিশেষ কমিটির কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা থাকে।

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি সংসদ কর্তৃক প্রেরিত এষ্টিমেট বা অনুমিত হিসাবগুলো পরীক্ষা করে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি কার্যপ্রণালী-বিধি এর চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ ২৫ টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও সুদক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা খতিয়ে দেখে।

লাইব্রেরী কমিটি সংসদের লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা করে এবং লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দান করে।

স্পিকারের মনোনীত কমিটিসমূহের কার্যাবলী

স্পিকার দ্বারা মনোনীত কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ক) কার্য উপদেষ্টা কমিটি: সরকারী বিল ও (স্পিকার কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত) অন্যান্য কাজের আলোচনার জন্য কতটা সময় বরাদ্দ করা উচিত সংসদ নেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই কমিটি তা সুপারিশ করে।

খ) **পিটিশন কমিটি :** এই কমিটি তার কাছে প্রেরিত পিটিশন বা দরখাস্তগুলো পরীক্ষা করে দেখে এবং এগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করে। কমিটি দরখাস্তগুলোতে উল্লেখিত অভিযোগ সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট করে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে ।

গ) **সংসদ কমিটি:** সংসদ কমিটি সাংসদদের আবাসিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজগুলো তদারকি করে। কমিটি ঢাকায় অবস্থিত সদস্য ভবনগুলোতে সাংসদদের আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা এবং অন্যান্য সুবিধাদির তত্ত্বাবধান করে।

কার্য উপদেষ্টা কমিটি সরকারী বিল ও স্পিকার কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্য কতটা সময় বরাদ্ধ করা উচিত তা সুপারিশ করে।

পিটিশন কমিটি প্রাপ্ত পিটিশন বা দরখাস্তগুলো পরীক্ষা করে দেখে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে ।

সংসদ কমিটি সাংসদদের আবাসিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজগুলো করে।

ঘ) লাইব্রেরী কমিটি : এই কমিটি সাংসদদের লাইব্রেরী ব্যবহার সহজতর করে এবং লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেয়। লাইব্রেরী সংক্রান্ত যেসব বিষয় স্পিকার কমিটিতে পাঠায় কমিটি তা বিবেচনা করে পরামর্শ দেয়।

কোরাম: কোনো কমিটির বৈঠকের জন্য এর মোট সদস্যের অন্তত: এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতি আবশ্যক। এই উপস্থিতি না থাকলে

অর্থাৎ কোরাম না হলে কমিটির সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত কমিটির বৈঠক স্থগিত করেন বা অন্য কোন দিন পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখেন। পর পর দু'টি তারিখে বৈঠক মুলতবী হলে সভাপতি সংসদকে বিষয়টি অবহিত করেন ।

কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ: কমিটিগুলোর বৈঠকে সকল সিদ্ধান্ত নেয়া হয় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে। অবশ্য কমিটিগুলোর সভার বিভিন্ন বিবরণী দেখে মনে হয় যে, গৃহীত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেয়া হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না সেখানে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

রিপোর্ট পেশ : সংসদ রিপোর্ট পেশের সময়সীমা নির্ধারণ না করে দিলে, যে তারিখে কোনো বিষয় পাঠানো হয়েছিল তার এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। এই সময়সীমা সংসদ বাড়াতে পারে এবং তা প্রস্তাবে উল্লেখিত দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন: সংসদীয় কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়ন সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এসব সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়িত না হলে সাধারনত কেনো তথ্য পাওয়া যায় না। বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের পরিণতির ওপর তদারকী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

কমিটিগুলো কর্তৃক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: সংসদ জনগুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় সম্পর্কে

কোরাম না হলে কমিটির সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত কমিটির বৈঠক স্থগিত করেন বা অন্য কোন দিন পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখেন।

সংসদ রিপোর্ট পেশের সময়সীমা নির্ধারণ না করে দিলে, যে তারিখে কোনো বিষয় পাঠানো হয়েছিল তার এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। এই সময়সীমা সংসদ বাড়াতে পারে এবং তা প্রস্তাবে উল্লেখিত দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কোন স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করলে, কমিটি সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারে। কমিটি আইন বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে। আইনানুগভাবে হলে কমিটি কারো সাক্ষ্য গ্রহণ ও কাউকে দলিলপত্র দাখিল করতে বলতে পারে। এসব বিধান থেকে বোঝা যায় যে নির্বাহী বিভাগকে তার কার্যাবলীর জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিগুলোর কাছে জবাবদিহি করানো যেতে পারে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতা অর্জনে তাই স্থায়ী ও অন্যান্য সংসদীয় কমিটিগুলোর বিরাট ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে।

মসংসদীয় কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়ন সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এসব সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়িত না হলে সাধারণত কেনো তথ্য পাওয়া যায় না। বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের পরিণতির ওপর তদারকী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আইনানুগভাবে হলে কমিটি কারো সাক্ষ্য গ্রহণ ও কাউকে দলিলপত্র দাখিল করতে বলতে পারে।

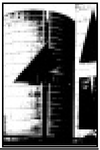

অধ্যায় ০২

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং সাংসদদের ভূমিকা

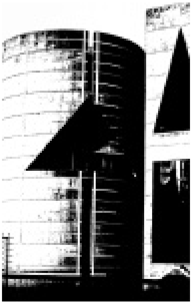

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং সাংসদদের ভূমিকা

বিল এবং আইন : বিল হচ্ছে সংসদে যে কোন আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ। কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী বিল মানে হচ্ছে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাব। সংবিধান অনুযায়ী আইন বলতে সংসদের আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, সংবিধি, প্রজ্ঞাপন ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং কোন প্রথা বা রীতি বাংলাদেশে যার আইনগত বলবৎকরণ রয়েছে তাকে বোঝায়।

সংসদ যে বিল পাস করে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর সংসদের আইনে পরিণত হয়। সংসদ অন্য কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করে না।

বিলের ধরন: দু'ধরনের বিল সংসদে উপস্থাপন করা যায়। একটি বেসরকারী সদস্যদের বিল, অন্যটি সরকারী বিল। সরকারি বিলগুলো তৈরির কাজ শুরু হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে। বেসরকারী বিলগুলো হচ্ছে বেসরকারী সদস্যদের উদ্যোগের ফসল।

বিল তৈরি: সরকারী বিলগুলোর সূচনা হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক (যেমন, খাদ্য সংক্রান্ত কোন বিলের খসড়া তৈরি করে খাদ্য মন্ত্রণালয়)। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খসড়া বিলটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে নিরীক্ষার জন্য পাঠায়। এরপর খসড়া বিলটি মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো

সংসদে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে বিল বলে। সংসদ যে বিল পাস করে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর সংসদীয় আইনে পরিণত হয়।
দুধরনের বিল সংসদে উপস্থাপন করা যায়। একটি বেসরকারী সদস্যদের বিল, অন্যটি সরকারি বিল। বেসরকারী বিল উপস্থাপনের উদ্যোগ নেন বেসরকারী সদস্যরা।
সরকারী বিলগুলো তৈরির কাজ শুরু হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে।

হয়।

সংসদে বিল উপস্থাপন: বেসরকারী সদস্যদের বিল উত্থাপন পদ্ধতি সরকারী বিলের উত্থাপনের পদ্ধতি থেকে আলাদা। সরকারী বিল-এর ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিলটি উত্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে সংসদের সচিবকে ৭ দিনের একটি নোটিশ দেয়। এ নোটিশের মাধ্যমে সরকারী বিলটিকে দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্পীকার অবশ্য ৭ দিনের কম সময়ের নোটিশে বিল উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন। বিল-এর নোটিশের সঙ্গে বিলের দুইটি কপি এবং উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত একটি বিবৃতিও জমা দিতে হয়। সংবিধান অনুসারে কিছু বিল উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব সুপারিশের প্রয়োজন হয়। যেমন সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোন বিল। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিলটি উত্থাপনের সুপারিশ করেছেন এই মর্মে বিলের নোটিশের ভেতর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর একটি সার্টিফিকেট অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

বেসরকারী সদস্যরা কোনো বিল উত্থাপন করতে চাইলে সংসদের সচিবকে ১৫ দিনের একটি নোটিশ দেন। নোটিশের সঙ্গে প্রস্তাবিত বিলের তিনটি কপি এবং উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করতে হয়। বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হলে নোটিশের সঙ্গে উক্ত সুপারিশের একটি কপি জমা দিতে হয়।

মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিলটি উত্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে সংসদের সচিবকে নোটিশ দেয়। বিলটি উত্থাপনের জন্য সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সুপারিশের প্রয়োজন হলে (যেমন সরকারী অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোন বিল) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর এমন একটি সার্টিফিকেট নোটিশের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

বিলগুলোর প্রকাশনা: সংসদে কোন বিল উত্থাপন করা হলে সংসদের সচিবকে বিলটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। সেই সঙ্গে বিলটির উদ্দেশ্য এবং কারণ নির্দেশিত থাকে

এমন একটি বিবৃতিও প্রকাশ করতে হয়।

বিল বিবেচনা এবং কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব : একটি বিল উত্থাপিত এবং গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর তা সংসদের বিবেচনার জন্য প্রস্তুত হয়। বিলটির উত্থাপক সংসদ সদস্য তার বিলের ব্যাপারে নিচের যে কোন প্রস্তাব করতে পারেন :

ক) সংসদ কর্তৃক বিলটি তাৎক্ষণিকভাবে অথবা প্রস্তাবে নির্দেশিত কোন ভবিষ্যৎ তারিখে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক, বা

খ) এটি কোন স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হোক, বা

গ) এটি কোন বাছাই কমিটিতে পাঠানো হোক, বা

ঘ) জনমত যাচাই করার জন্য বিলটিকে প্রচার করা হোক।

এসব প্রস্তাব করার আগে সাংসদদের বিল-এর কপি (অনুলিপি) সরবরাহ করতে হয়। কোন সাংসদ ইচ্ছে করলে উপরের যে কোন প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি তুলতে পারেন। স্পিকার তার ক্ষমতা বলে প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত এই আপত্তি বহাল থাকে।

> বিলটির উত্থাপক সংসদ সদস্য তার বিলের ব্যাপারে নিচের যে কোন প্রস্তাব করতে পারেন : সংসদ কর্তৃক বিলটি তাৎক্ষণিকভাবে অথবা প্রস্তাবে নির্দেশিত কোন তারিখে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক এটি কোন স্থায়ী কমিটিতে বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হোক, বা জনমত যাচাই করার জন্য বিলটিকে প্রচার করা হোক ।

জনমত যাচাই-এর জন্য কোন বিল প্রচার করা হলে, জনমত সংগ্রহের পর বিল উত্থাপনকারী সদস্য বিলটিকে স্থায়ী বা বাছাই কমিটিতে পাঠাতে পারেন। এমন কোন কমিটিতে প্রেরণ করা ছাড়াই স্পিকার বিলটি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করার অনুমতি দিতে পারেন।

বিলের বিবেচনা এবং প্রেরণের প্রস্তাব করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি :

সংসদে বিল উত্থাপনের দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত সংসদ সদস্যের। যেমন সরকারী বিলের জন্য এই দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর। কখনো স্পীকারের এমন ধারণা

হতে পারে যে বিলটির উত্থাপন-পরবর্তী পর্যায়ে কোন প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সদস্যের অক্ষমতা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে স্পিকার ভারপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক অন্য যেকোন সদস্যকে প্রস্তাবটি করার ক্ষমতা প্রদানকে অনুমোদন করেন।

বিলের নীতির ওপর আলোচনা: কোনো প্রস্তাব যেদিন করা হবে বা পরবর্তী যে দিনের জন্য এর ওপর আলোচনা স্থগিত করা হবে, সেদিন বিলের নীতি এবং সাধারণ বিধানগুলো আলোচনা করা যাবে। কিন্তু নীতিগুলো ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী বিলটির খুটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। এই পর্যায়ে সাধারণত বিলের ওপর কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যায় না।

বিলের ওপর বিতর্ক: বিলের ওপর বিতর্ক দুটি স্তরে হতে পারে :

প্রথমত: যেসব বিল স্থায়ী বা বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়নি, সাংসদগণ সেগুলোর ওপর বিতর্ক করতে পারেন। এমন একটি কমিটিতে বিল প্রেরণ করা হলে সাংসদগণ বিলের ওপর কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাদের বিতর্ক কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয়ত: বিলটি যখন পাস করার জন্য সংসদে আনা হয় তখন আলোচিত বিলটি গ্রহণের পক্ষে বা প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

বিলের ওপর বিতর্ক দুটি স্তরে হতে পারে :
প্রথমত: যেসব বিল স্থায়ী বা বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হয়নি, সাংসদগন সেগুলোর ওপর বিতর্ক করতে পারেন। কমিটিতে বিল প্রেরণ করা হলে সাংসদগন বিলের ওপর কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।
দ্বিতীয়ত: বিলটি যখন পাস করার জন্য সংসদে আনা হয় তখন বিলটি গ্রহণের পক্ষে বা প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি প্রদান করা যায়।

বিলে সংশোধনী আনা : কোন বিল সংসদ কর্তৃক বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হলে স্পিকারের আহ্বানক্রমে যে কোন সাংসদ বিলটির ওপর

সংশোধনী প্রস্তাব করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সাংসদকে অবশ্যই প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে তিনদিনের নোটিশ দিতে হয়। তা না হলে অন্য কোন সাংসদ সংশোধনী আনার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারেন। এমন কোন আপত্তি করা হলে, স্পিকার স্বল্পতর নোটিশে সংশোধনী উত্থাপনের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপত্তিটি বহাল থাকে।

বিল পাসের জন্য প্রস্তাব: পাসের জন্য বিল পেশ করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত: বিলটি বিবেচনার প্রস্তাব গৃহীত হলে এবং বিলটির ওপর কোন সংশোধনী না থাকলে, ভারপ্রাপ্ত সাংসদ বিলটি পাস (গ্রহণ) করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাব করতে পারেন। দ্বিতীয়ত: বিলের ওপর সংশোধনী থাকলে, একই দিনে সংশোধিত বিলটি পাস করা হোক এই মর্মে প্রস্তাব করা যেতে পারে। এর বিরুদ্ধে কোন সাংসদ আপত্তি তুললে স্পিকার প্রস্তাবটি করার অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপত্তিটি বহাল থাকবে। সেক্ষেত্রে সংশোধিত বিলটি পাস করার প্রস্তাব পরবর্তী কোন দিনে করা যেতে পারে।

বিলটি সংসদ কর্তৃক বিবেচনার প্রস্তাব গৃহীত হলে এবং বিলটির ওপর কোন সংশোধনী না থাকলে, সংশ্লিষ্ট সাংসদ বিলটি পাস (গ্রহণ) করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাব করতে পারেন। বিলের ওপর সংশোধনী থাকলে, এইদিনে সংশোধিত বিলটি পাস করা হোক প্রস্তাব করা যেতে পারে।

বিল পাস করার জন্য ভোটাভুটি: সংবিধান সংশোধনের জন্য আনীত বিল বাদে অন্য যে কোন বিল পাস করার জন্য বিলের পক্ষে সংসদে উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের ভোট প্রয়োজন হয়। সংবিধান সংশোধনীর জন্য আনা বিল পাস করার জন্য বিলটির পক্ষে সংসদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন হয়।

বিলের প্রমাণীকরণ এবং ভুল সংশোধন: সংসদ কর্তৃক পাস করা কোন বিলে ভুল থাকলে স্পিকারকে তা সংশোধন করতে হয়। রাষ্ট্রপতির

সম্মতির জন্য পাঠানোর আগে, স্পিকার সংসদে পাসকৃত বিলটিতে স্বাক্ষর করে তা প্রমাণীকৃত করবেন।

রাষ্ট্রপতির কাছে বিল পেশ: সংসদে পাস হওয়ার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হয়।

বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি: বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর ১৫ দিনের মধ্যে তিনি এতে তার সম্মতি দেন ।

রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো বিলের পুনর্বিবেচনা : অর্থ বিল ছাড়া সংসদে পাসকৃত অন্য যে কোনো বিল বা এর কোনো অংশ রাষ্ট্রপতি সংসদকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি একটি বার্তাসহ বিলটি সংসদে ফেরত পাঠান। সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ বিলটি বিবেচনা করে দেখে। সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ছাড়াই বিলটি পুনরায় পাস হওয়ার জন্য সংসদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হয়। বিলটি পাস হলে তা আবারো রাষ্ট্রপতির কাছে তার সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটি পাঠানোর সাত দিনের মধ্যে এতে সম্মতি দেন। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে উক্ত সাতদিনের অবসানে ধরে নেয়া হবে যে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন।

সংসদে পাস হওয়ার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে তার সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর ১৫ দিনের মধ্যে তিনি এতে তার সম্মতি দেন।

রাষ্ট্রপতি কোন বিল পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত না পাঠাতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিলটি তার কাছে প্রেরণের দিনটি থেকে ১৫ দিন পার হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হয়।

সংসদে পাসকৃত কোন বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বা তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হলে, সংসদের সচিব অবিলম্বে বিলটি সংসদের আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করান।

রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত বিলের প্রকাশনা: সংসদে

পাসকৃত কোন বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বা তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হলে, সংসদের সচিব অবিলম্বে বিলটি সংসদের আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করান।

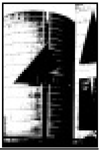

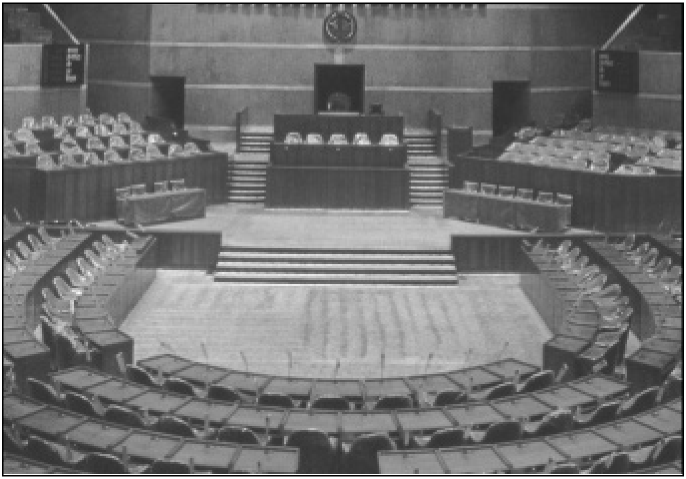

অধ্যায় ০৩

সংসদ এবং স্পিকারের ভূমিকা

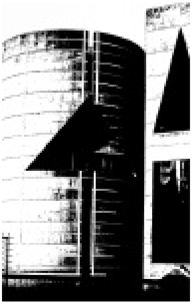

সংসদ এবং স্পিকারের ভূমিকা

স্পিকার সংসদের নির্বাহী প্রধান। সংসদের সীমানার মধ্যে তাঁর ক্ষমতা সর্বোচ্চ। স্পিকারের ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর চূড়ান্ত এবং শর্তহীন নিরপেক্ষতা। এর ফলে তাঁকে সবরকম দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে থাকতে হয়।

স্পিকারের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি ছাড়াও সংক্ষেপে বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রয়েছে। যেসব বিধি প্রয়োগের ক্ষমতা স্পিকারের রয়েছে সেগুলো নমনীয় চরিত্রের বলে স্পিকারকে প্রায়শই নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়। তবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্পিকারকে অবশ্যই ন্যায়বান এবং নিষ্কলুষ হতে হয়, সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকতে হয়। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বর্ণনা অনুযায়ী : স্পিকার সংসদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি সংসদের স্বাধীনতা এবং মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সংসদ একটি বিশেষ অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে বলে স্পিকার জাতির সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রতীকে পরিণত হন। অর্ডার অব প্রিসিডেন্স-এ বাংলাদেশে স্পিকারের স্থান রাষ্ট্রপতির পরই। সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তাঁর বহুধরনের দায়িত্ব এবং কার্যাবলী রয়েছে।

স্পিকার সংসদের নির্বাহী প্রধান। সংসদের সীমানার মধ্যে তার ক্ষমতা সর্বোচ্চ। স্পিকারের ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে তার চূড়ান্ত নিরপেক্ষতা। বাংলাদেশে স্পিকারের স্থান রাষ্ট্রপতির পরই। সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তার বহুধরনের দায়িত্ব এবং কার্যাবলী রয়েছে।

সংসদে আসন এবং কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা সংক্রান্ত স্পিকারের ভূমিকা

ক) সংসদে বসার ব্যবস্থা: স্পিকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্রমানুসারে সাংসদগণ সংসদের বৈঠকে আসন গ্রহণ করেন। স্পিকার সংসদের

বৈঠকের সময়সূচিও নির্ধারণ করেন ।

খ) **সংসদের বৈঠক মুলতবি :** সংসদে গুরুতর বিশৃংখলা দেখা দিলে স্পিকার বৈঠক স্থগিত করতে পারেন । যদি এই মর্মে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে সংসদে উপস্থিত সংসদ সদস্যের সংখ্যা ষাটের নীচে তাহলে তিনি বৈঠক মুলতবি করে পাঁচ মিনিটের জন্য বেল বাজাতে নির্দেশ দিতে পারেন। বেল বাজানোর শেষে কোরাম পূর্ণ না হলে তিনি সংসদের বৈঠক স্থগিত করতে পারেন। অন্য যে কোন যুক্তিযুক্ত কারণে তিনি বৈঠক স্থগিত করতে পারেন।

গ) **দিনের কার্যসূচি:** সংসদের সচিব দিনের কার্যসূচি (নির্দিষ্ট দিনের জন্য একটি কার্য-তালিকা) প্রস্তুত করার পর স্পিকার তা অনুমোদন করেন। স্পিকারের অনুমতি ছাড়া দিনের কার্যসূচিতে অন্য কোন কাজ অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করবেন এই মর্মে স্পিকারকে লিখিতভাবে অবহিত করলে স্পিকার দিনের কার্যসূচির মধ্যে "রাষ্ট্রপতির ভাষণ" বিষয়টি অর্ন্তর্ভুক্ত করেন ।

ঘ) **বক্তৃতা ও উত্তরের অনুক্রম এবং বক্তৃতার সময়সীমা:** সংসদে বক্তৃতা ও উত্তর দেয়ার যে অনুক্রম সাংসদদের অনুসরণ করতে হবে স্পিকার তা নির্ধারণ করেন। তিনি সংসদে বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করেন।

প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকারের ক্ষমতা

ক) **প্রস্তাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত:** কোন প্রস্তাব

স্পিকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্রমানুসারে সাংসদগন সংসদের বৈঠকে আসন গ্রহণ করেন।
স্পিকার সংসদের বৈঠকের সময়সূচি নির্ধারণ করেন।
সংসদে গুরুতর বিশৃংখলা দেখা দিলে বৈঠক স্থগিত করেন ।
স্পিকার সংসদের সচিবের প্রস্তুতকৃত দিনের কার্যসূচি অনুমোদন করেন।
সংসদে বক্তৃতা ও উত্তর দেয়ার অনুক্রম নির্ধারণ করেন।
সংসদে বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করেন।

বা তার কোনো অংশ কার্যপ্রণালী-বিধির অধীনে গ্রহণযোগ্য কিনা স্পিকার সেই সিদ্ধান্ত নেন। স্পিকার এমন কোন প্রস্তাব বা এর কোন অংশ বাতিল করতে পারেন যা তার মতে প্রস্তাব করার অধিকারের অপব্যবহার বা যার উদ্দেশ্য হলো সংসদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলা।

খ) **প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক মুলতবি:** আলোচনাধীন কোন প্রস্তাবের বিবেচনা মুলতবির কোন প্রস্তাব করা হলে, স্পীকার সেই প্রস্তাবটিকে কার্যপ্রণালী বিধির অপপ্রয়োগ মনে করলে তা নাকচ করতে পারেন।

গ) **প্রস্তাবগুলোর সংশোধনী এবং বাছাইকরণ:** কোন প্রস্তাবের সংশোধনীগুলো বাছাই করার ক্ষমতা স্পিকারের রয়েছে। তিনি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট সাংসদকে সংশোধনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে বলতে পারেন ।

স্পিকার কোনো প্রস্তাব সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে গ্রহণযোগ্য কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেন।
কোন প্রস্তাবের বিবেচনা মুলতবীর প্রস্তাব করা হলে প্রস্তাবটি কার্যপ্রণালী বিধির অপপ্রয়োগ কিনা তা পরীক্ষা করেন।
প্রস্তাবের সংশোধনীগুলো বাছাই করেন এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে বলেন ।
কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্পিকার বিবেচনা করার মতো প্রশ্নাবলী প্রস্তাব করতে পারেন।

ঘ) **প্রশ্নসমূহের প্রস্তাব এবং বিবেচনা:** কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্পিকার বিবেচনা করার মতো প্রশ্নাবলী প্রস্তাব করতে পারেন এবং সংসদের সিদ্ধান্তের জন্য সেগুলো পেশ করতে পারেন।

ঙ) **বিল বিবেচনার জন্য প্রস্তাবগুলোকে অনুমোদন:** কার্যপ্রণালী বিধিমাফিক আইন প্রণয়নের ধাপগুলো সংক্রান্ত নোটিশ না দিলে স্পিকার বিধি স্থগিত করার বা বিল বিবেচনার জন্য প্রস্তাবের অনুমতি দিতে পারেন।

সিদ্ধান্ত এবং রেফারেলের ক্ষমতা

ক) বিলে রাষ্ট্রপতির সুপারিশের ব্যাপারে

সিদ্ধান্ত: কোন বিলের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সুপারিশ প্রয়োজন কিনা স্পিকার সেই সিদ্ধান্ত নেন।

খ) **সাক্ষ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত:** কোন কমিটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অথবা কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজনীয় কিনা এ প্রশ্ন উঠলে, এ ব্যাপারে স্পিকারের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। কমিটির কার্যপদ্ধতির কোন বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে, এ সংক্রান্ত স্পিকারের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হবে।

গ) **ভোটাভুটি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত:** সংসদে ভোটগ্রহণ ধ্বনিভোট, বৈদ্যুতিক উপায়, নাকি বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে করা হবে স্পিকার সেই সিদ্ধান্ত নেন ।

ঘ) **প্রশ্নসমূহের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত:** স্পিকার কোন প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তিনি কোনো প্রশ্ন বা তাঁর যে কোনো অংশ অনুমোদন না করতে পারেন যদি তাঁর মতে :

- এটি কার্যপ্রণালী-বিধিকে লংঘন করে, বা
- এর মাধ্যমে প্রশ্ন করার অধিকারের অপব্যবহার হয় বা
- এটি সংসদীয় পদ্ধতিকে বাধাগ্রস্ত করে অথবা ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে।
- তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রশ্নটির কাঠামো সংশোধনও করতে পারেন।

ঙ) **সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা:** স্পিকার যদি মনে করেন যে, কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বা তার কোনো অংশ বিধিসম্মত নয়, বা তা

স্পিকার কোন বিলের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সুপারিশ প্রয়োজন কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেন।
কোন কমিটির জন্য কারো সাক্ষ্য অথবা কোন দলিল প্রয়োজনীয় কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেন।
সংসদে ভোটগ্রহণ, ধ্বনিভোট, বৈদ্যুতিক উপায় নাকি বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে করা হবে তা ঠিক করেন।
কোন প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, প্রয়োজনে প্রশ্নটির কাঠামো সংশোধন করেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারের অপব্যবহার, তাহলে তিনি তা দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চ) **পদ শূন্য হওয়ার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করা:** যদি কোন সদস্যের আসন শূন্য হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, স্পিকার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পাঠান।

ছ) **বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রেরণ:** স্পিকার বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষা করা, তদন্ত করা এবং রিপোর্ট দেয়ার জন্য বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করতে পারেন। উক্ত কমিটিতে বা সংসদে বিবেচনাধীন বিশেষ অধিকার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত সকল বিষয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে স্পিকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন।

স্পিকার সংসদে শৃংখলা রক্ষা করেন। সংসদে গুরুতর বিশৃংখল আচরণ করলে স্পিকার কোন সাংসদকে বহিস্কার এবং সাময়িক-ভাবে অপসারণ করতে পারেন।
সাংসদদের সংসদীয় কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত সংবিধানের কোন ধারা বা কোন কার্যপ্রণালী বিধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলার অনুমতি দিতে পারেন।
কোন প্রশ্নের বা প্রস্তাবের নোটিশে বিতর্কিত, অসংসদীয়, অপ্রাসঙ্গিক, বা অযথার্থ কিছু থাকলে তাতে সংশোধন করেন।

স্পিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং দায়িত্ব

ক) শৃংখলা বজায় রাখা এবং সিদ্ধান্তগুলো বলবৎ করা: স্পিকার সংসদে শৃংখলা রক্ষা করেন এবং এর সিদ্ধান্তসমূহ বলবৎ করার ক্ষমতা রাখেন।

খ) বিলের প্রমাণীকরণ এবং ভুল সংশোধন: সংসদে পাশকৃত বিলে সুস্পষ্ট ভুল থাকলে স্পীকার তা সংশোধন করতে পারেন। সংসদে পাশকৃত বিলের তিনটি অনুলিপিতে তিনি স্বাক্ষর করে তা প্রমাণীকৃত করেন এবং সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন।

গ) প্রশ্ন তোলার অনুমতি প্রদান: স্পিকার একজন সাংসদকে সংসদীয় কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত সংবিধানের কোন ধারা বা কোন কার্যপ্রণালী-বিধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলার অনুমতি দিতে পারেন। এরকম প্রশ্ন সংসদে একটি কাজ শেষ হওয়ার এবং আরেকটি কাজ শুরু করার মাঝখানের বিরতিকালেই কেবল উত্থাপন করা যেতে পারে।

ঘ) সংশোধনীর জন্য নোটিশ গ্রহণ: যদি কোন প্রশ্নের বা প্রস্তাবের নোটিশে এমন কিছু থাকে যা বিতর্কমূলক, অসংসদীয়, বিদ্রুপাত্মক, অপ্রাসঙ্গিক, বাগাড়ম্বরপূর্ণ অথবা অন্য কোনোভাবে অযথার্থ, তাহলে স্পিকার নোটিশে সংশোধনী আনার ক্ষমতা রাখেন।

ঙ) সদস্যদের আলোচনা সহজ করা: কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বা কোন সাংসদের অনুরোধে আলোচনা সহজতর করার জন্য স্পিকার যে কোন সময় সংসদে বক্তব্য রাখতে পারেন। তবে তার মতামতগুলো সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা হয় না।

কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বা কোন সাংসদের অনুরোধে তাদের আলোচনা সহজতর করার জন্য সংসদে বক্তব্য রাখতে পারেন। স্পিকার বাজেট অধিবেশনের জন্য আলাদা দিনগুলো বরাদ্দ করেন। জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় উপস্থাপনের জন্য একজন সাংসদকে সময় বরাদ্দ করতে পারেন।

চ) অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলীর সময়সীমা নির্ধারণ: প্রয়োজন সাপেক্ষে অর্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য স্পীকার সময় বরাদ্দ করেন।

ছ) বাজেটের জন্য দিন ঠিক করা: স্পিকার বাজেট অধিবেশনের জন্য দিনগুলো বরাদ্দ করেন।

জ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়: স্পিকার কোন

জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় উপস্থাপনের জন্য একজন সাংসদকে সময় বরাদ্দ করতে পারেন। তিনি বিষয়টি সংসদে উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী মনে করলেই এরূপ সময় বরাদ্দ করেন।

ঝ) **কমিটি সমূহের মনোনয়ন:** স্পিকার চারটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মনোনীত করতে পারেন। কমিটিগুলো হচ্ছে: কার্য উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি, পিটিশন কমিটি এবং কার্যপ্রণালী-বিধি কমিটি।

ঞ) **রাষ্ট্রপতির অভিশংসন বা অপসারণকালে সংসদের অধিবেশন ডাকা:** সংসদ অধিবেশনরত নয় এমন কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্ট (অভিশংসন) বা অপসারণের নোটিশ পেলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন।

ট) **সদস্যদের বহিস্কার এবং সাময়িক অপসারণ:** সংসদে গুরুতর বিশৃংখল আচরণ করলে স্পিকার কোন সাংসদকে বহিস্কার এবং সাময়িকভাবে অপসারণ করতে পারেন।

সংসদ অধিবেশনরত নয় এমন কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্ট (অভিশংসন) বা অপসারণের নোটিশ পেলে, অবিলম্বে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন।
মর্যাদাহানিকর, অশালীন, অসংসদীয় বা অমর্যাদাকর শব্দগুলোকে সংসদের প্রসিডিংস (কার্যবাহ) থেকে বাদ দেন। সংসদ বা এর কমিটিগুলোর কার্যাবলীসংক্রান্ত কোন বিষয় উত্থাপিত হলে এবং এ সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকলে, সে বিষয়ে স্পিকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

ঠ) **কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা নিষিদ্ধ করা:** স্পিকার একজন সাংসদকে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর বা দোষারোপমূলক অভিযোগ আনা থেকে বিরত রাখতে পারেন। তিনি এটি করেন যদি তিনি মনে করেন যে এসব অভিযোগ সংসদেও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে বা এগুলো জনস্বার্থমূলক নয়।

ড) **বাতিলকরণ:** স্পিকার যদি মনে করেন, কোন

বিতর্কে এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা মর্যাদাহানিকর, অশালীন, অসংসদীয় বা অমর্যাদাকর, তিনি তাহলে তাঁর ক্ষমতাবলে ঐ শব্দগুলোকে সংসদের প্রসিডিংস (কার্যবিবরণী) থেকে বাদ দিতে পারেন।

ঢ) **অবশিষ্ট ক্ষমতা:** সংসদ বা এর কমিটিগুলোর কার্যাবলী সংক্রান্ত কোন বিষয় উত্থাপিত হলে এবং এ সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকলে, সে বিষয়ে স্পিকার সিদ্ধান্ত নেন। স্পিকারের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

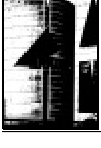

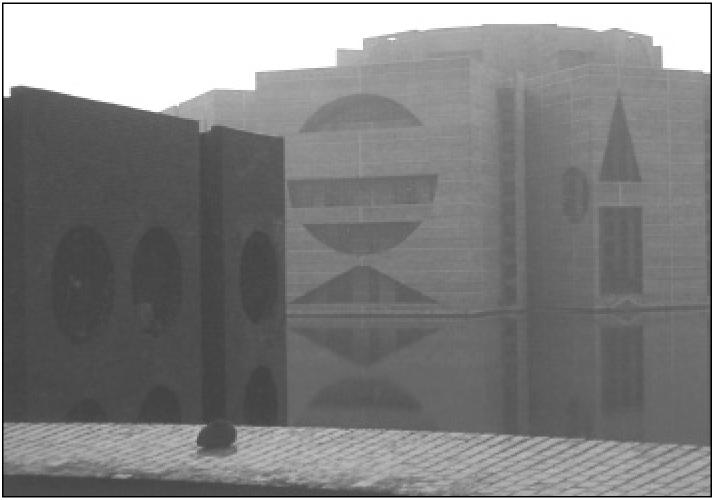

অধ্যায় ০৪

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং জনগণের ভূমিকা

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং জনগণের ভূমিকা

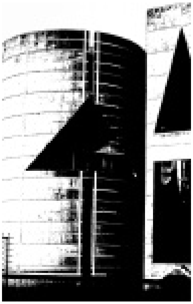

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া: বাংলাদেশের সংবিধান বা জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে 'আইন প্রণয়ন' প্রক্রিয়া মানে কি তা বলা নেই। তবে এগুলোতে আইন প্রণয়ন কিভাবে করা হয় তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সংবিধানে আইন প্রণয়নের মৌলিক বিষয়গুলো বলা আছে। কার্যপ্রণালী-বিধিতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানগুলো রয়েছে ।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে জনগণের অংশগ্রহণ : আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। 'জনগণের অংশগ্রহণ' বলতে আইন প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে জনগণের মতামতের প্রতিফলন করাকে বোঝায়। একটি আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মানে হচ্ছে :

ক) আইনটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা জনগণ উপলব্ধি করেছে;
খ) জনগণের চাহিদার সঙ্গে আইনটির সামঞ্জস্য রাখার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে;
গ) প্রস্তাবিত খসড়া আইনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে;
ঘ) প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনার সুযোগ রাখা হয়েছে;
ঙ) জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রস্তাবিত খসড়া আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

> একটি আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণের মানে হচ্ছে :
> ক) আইনটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা জনগণ উপলব্ধি করেছে।
> খ) জনগনের চাহিদার সঙ্গে আইনটির সামঞ্জস্য রাখার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।
> গ) প্রস্তাবিত খসড়া আইনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে।
> ঘ) প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনার সুযোগ রাখা হয়েছে।
> ঙ) জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রস্তাবিত খসড়া আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার: জনগণের ইচ্ছা

বা আকাঙ্খাই হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের ভিত্তি। সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং সেই ক্ষমতা জনগণের পক্ষে প্রয়োগ করা হবে। আবার সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ প্রত্যেক নাগরিককে চিন্তা, বিবেক, বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। তাই প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার ধারক হিসাবে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা: বিভিন্ন কারণে আইন তৈরীর প্রক্রিয়াতে জনগণের অংশগ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয় :

ক) **জনগণের আকাংখা পূরণ:** কখনো কখনো আইন জনগণের আশা ও আকাংখার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় না। আইন প্রণয়নে জনগণের অর্থবহ অংশগ্রহণ থাকে না বলেই এমন হয়। আইন প্রণয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে জনগণের চাহিদা পূরণ হবে, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে না।

খ) আইনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি: আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদের কাছে আইনকে বেশী গ্রহণযোগ্য করে। বাংলাদেশে এমন আইন রয়েছে যা জনগণ ভালভাবে নেয়নি। কারণ এসব আইন প্রণয়নের সময়ে তাদের মতামত বা প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

গ) আইন সচেতনতা বৃদ্ধি: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ আইন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বাড়ায়। আইনগত অধিকার, দায়িত্ব ও সুবিধা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে তাদের সাহায্য করে ।

জনগণের আকাংখা পূরণ এবং জনগণের নিকট আইনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য আইন প্রনয়ন প্রক্রিয়াতে জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হয়।

আইন তৈরী করার প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতে হয়। এতে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের চর্চা গড়ে ওঠে, আইন সচেতনতা বাড়ে এবং একটি শক্তিশালী সুশীল নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ঘ) **শক্তিশালী নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠা:** আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকাকালে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতে হয়। এর ফলে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের চর্চা গড়ে ওঠে, একটি শক্তিশালী সুশীল নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

জনগণের অংশগ্রহণ না করার কারণ: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ না করার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন :

ক) আইন প্রণয়নে সাংসদদের চেয়ে আমলাগণ দৃশ্যত: বেশী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

খ) আইন প্রণয়নের কাজটি প্রায়ই তাড়াহুড়ার মধ্যে করা হয়। জনগণকে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণত অজ্ঞ রাখা হয় ।

গ) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে জনগণের অংশগ্রহণ যে বাধ্যতামূলক তা পরিষ্কারভাবে বলা আছে এমন কোন বিধান নেই।

ঘ) আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান খুব সীমিত।

জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ : আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এভাবে নিশ্চিত করা যায় :

ক) জনগণের মতামত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জনগণের মধ্যে প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা;

খ) সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া আইন তৈরী করা;

গ) খসড়া আইনটিতে যাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ এভাবে নিশ্চিত করা যায় : সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জনগণের মধ্যে প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা। সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে খসড়া আইন তৈরী করা, খসড়া আইনটির সম্পর্কে আইনজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী এবং আইনটির বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময় করা।

রয়েছে, তাদের মধ্যে এটি বিতরণ করা;

ঘ) প্রস্তাবিত খসড়া আইনটির সম্পর্কে আইনজীবী, বিচারক, আইনের শিক্ষক, ছাত্র, সমাজ বিজ্ঞানী এবং আইনটির বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করা;

ঙ) সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি জনগণের কাছে তুলে ধরা;

চ) বিভিন্ন মহলের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটিতে সংশোধনী আনা;

ছ) সংসদে খসড়া আইনটির ওপর বিতর্কের জন্য যথেষ্ট সময় প্রদান করা; এবং

জ) পুরো প্রক্রিয়াটিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ।

সংসদে পিটিশন-এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ

একটি বিল সংসদে উত্থাপন এবং সরকারী গেজেটে তা প্রকাশিত হবার পর বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সংসদের পিটিশন কমিটিতে একটি পিটিশন বা আবেদন করে তিনি তা করতে পারেন। সম্ভবত এ সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাবের কারণেই এ ধরণের কোন পিটিশন আজ পর্যন্ত করা হয়নি।

আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এভাবে নিশ্চিত করা যায় : সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি জনগণের কাছে তুলে ধরা । বিভিন্ন মহলের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত প্রস্তাবিত খসড়া আইনটিতে সংশোধনী আনা ।
সংসদে খসড়া আইনটির ওপর বিতর্কের জন্য যথেষ্ট সময় প্রদান করা।
পুরো প্রক্রিয়াটিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ।

সংসদে পিটিশন উপস্থাপন করার পদ্ধতি

যে কোন সাংসদ দ্বারা সংসদে পিটিশন উপস্থাপন করানো যায়। সাংসদ নিজে উপস্থাপন না করে পিটিশনটি সংসদের সচিবের কাছে পেশ করতে পারেন। সচিব তখন তা সংসদকে অবগত করাবেন। পিটিশন উপস্থাপন বা অবগত করার সময়কালে কোন বিতর্কের অনুমোদন দেয়া হয় না।

পিটিশনের সাধারণ ফরম: সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি-এর দ্বিতীয় তফসিলে পিটিশন দাখিল করার ফরমটি দেয়া আছে। এটি নিম্নরূপ:

প্রতি
সংসদ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সমীপেষু

[এখানে সংক্ষেপে আবেদনকারী (দের) নাম ও পদবী বা বিবরণ লিখুন, যথা, ‘ক,খ, ইত্যাদি’ অথবা ‘--------- এর নিবাসী’ অথবা ‘------- মিউনিসিপ্যালিটি’ ইত্যাদি]-এর আরজ এই যে, -------------------(এইখানে বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন) এবং আবেদনকারী (দের) প্রার্থনা এই যে, ----------- (এইখানে লিখুন ‘বিলটির কাজ সম্পন্ন করা হউক’ বা ‘আবেদনকারী(দের) দাবী পূরণের জন্য বিলটিতে বিশেষ বিধান সংযুক্ত করা হউক’ বা বিলটি সম্পর্কে অন্য কোন উপযুক্ত প্রার্থনা।

আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর বা টিপসহি।
উপস্থাপনকারী সাংসদের প্রতি-স্বাক্ষর।

পিটিশন প্রমাণীকরণ ও প্রতি-স্বাক্ষর: প্রতিটি পিটিশন বা আবেদনে আবেদনকারীর পুরো নাম এবং ঠিকানা থাকতে হয় এবং সেগুলো তার স্বাক্ষর বা টিপসই দিয়ে প্রমাণীকরণ করতে হয়। যদি কোন সাংসদ পিটিশনটি সংসদে উপস্থাপন করেন, তাহলে পিটিশনে তার প্রতি-স্বাক্ষর থাকতে হয়।
পিটিশন উপস্থাপনের ফরম : সংসদে কোন পিটিশন পেশ করার সময়, উপস্থাপনকারী সংসদ

একটি বিল সংসদে উত্থাপন এবং সরকারী গেজেটে তা প্রকাশিত হবার পর বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সংসদের পিটিশন কমিটিতে একটি পিটিশন বা আবেদন করে তিনি তা করতে পারেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি-এর দ্বিতীয় তফসিলে পিটিশন দাখিল করার ফরমটি দেয়া আছে।
সাংসদ নিজে উপস্থাপন না করে পিটিশনটি সংসদের সচিবের কাছে পেশ করতে পারেন। সচিব তখন তা সংসদকে অবগত করাবেন।

সদস্য নিম্নরূপ একটি লিখিত বিবৃতি দেন :

' জনাব, আমি............... (বিষয়) সম্পর্কে আবেদনকারী (গণ)........... কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি পিটিশন উপস্থাপন করিতেছি।'

সংসদে পিটিশন পেশ: প্রতিটি পিটিশন সংসদকে উদ্দেশ্য করে পেশ করতে হয়। পিটিশনের বিষয় সম্পর্কে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রার্থনার উল্লেখ পিটিশনে থাকতে হয়।

পিটিশন কমিটিতে পিটিশন প্রেরণ: প্রতিটি পিটিশন কোন সদস্য কর্তৃক পেশ করার পর বা সংসদ সচিব কর্তৃক সংসদকে অবগত করানোর পর পিটিশন কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়।

জনগণের অংশগ্রহণের বর্তমান চিত্র: অহেতুক তাড়াহুড়ার মধ্যে জনগণকে প্রায় না জানিয়েই বর্তমানে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক বলা যায় কি-না সন্দেহ। জনগণ নিজে যে আইন তৈরীর প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উদ্যোগী রয়েছে তাও বলা যাবে না। এর একটি বড় কারণ হলো সংসদের কাছে পিটিশন করার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিতে জড়িত হওয়ার সুযোগ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ঘাটতি। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার কোন প্রয়াসও দেখা যায় না।

জনগনের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই কেবল গণতন্ত্রের চর্চা ও বিকাশ সম্ভব। কোন প্রস্তাবিত আইন কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং তাতে জনগণের অংশগ্রহণের কি সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য যাতে সাধারণ জনগণ ও আইন প্রণেতারা পেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি অবসানের জন্য আইন প্রণয়নের প্রতিটি ধাপ যাতে জনগণ জানতে ও বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন প্রস্তাবিত আইন কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং তাতে জনগণের অংশগ্রহণের কি সুযোগ রয়েছে সে
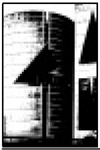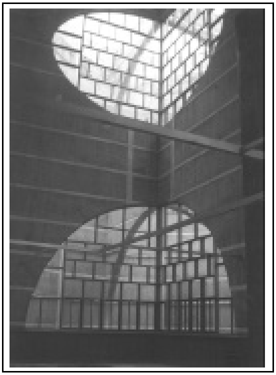
সম্পর্কে তথ্য যাতে সাধারণ জনগণ ও আইন প্রণেতারা পেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই কেবল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সম্ভব।